গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ

(তারিখঃ ২৫ নভেম্বর ২০০৯)

মহামন্দা পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলা করার জন্য গঠিত টাস্কফোর্স ও রপ্তানি খাতের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে সরকার রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করছে। প্রথম ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। এর বাইরেও যে সকল সুবিধা/সহায়তার প্রস্তাব এ প্যাকেজে রাখা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১) বস্ত্র খাতের জন্য ক্যাপটিভ জেনারেটরের নবায়ন ফি ১ নভেম্বর ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত প্রনোদনা প্যাকেজ হতে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২) বস্ত্র খাতে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত ঋণ পুনঃতফশীলিকরনের সময়সীমা ১ অক্টোবর ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করে সুদের হার বর্তমানের ১৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশে নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩) পুনঃতফশীলিকরনের প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে যদি কোন ঋণ নতুনভাবে খেলাপি হয়, তা সহনীয় পর্যায়ে রাখার সুবিধার্থে এ সব ঋণ পরিশোধের মেয়াদ (ব্যাংকার কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকের প্রচলিত সুদের হারে) বর্ধিত করা হবে।

৪) নতুন পন্য রপ্তানি ও নতুন বাজার (আমেরিকা, কানাডা ও ইইউ ব্যতীত) প্রতিষ্ঠার জন্য রপ্তানি আয়ের (এফওবি) ওপর বর্ধিত ভর্তুকি হিসাবে প্রথম বছরে ৫ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বছরে ৪ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ২ শতাংশ হারে ৩ বছর পর্যন্ত বর্ধিত প্রনোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিটিএমএ-এর জন্য এ সুবিধাটি যে কোন বাজারে প্রত্যক্ষ সুতা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫) Home textile -এর জন্য ডলার ব্যতীত অন্য বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানির ক্ষেত্রে forward exchange বুকিং-এর সুবিধা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। পুনঃতফশীলিকরনের নতুন শর্তাদির সুযোগ এ উপখাত গ্রহণ করতে পারে।

৬) ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি’ বস্ত্রশিল্পের জন্য ‘বিশেষ সুবিধা’ প্রদানের বিষয়টি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সকল প্রতিষ্ঠান ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি করেছে তাদেরকে এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। তবে বিকেএমইএ ও বিজিএমইএ এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ (নাম, মালিকানা, প্রকৃত রপ্তানির পরিমাণ) কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। যদিও বিকেএমইএ ইহা করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু বিজিএমইএ এ বিষয়ে কোন তথ্য দিতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা স্বীকৃত হয়ঃ -

- ✓ ২০০৯-১০ অর্থবছরে গত অর্থবছরের প্রকৃত রপ্তানি হতে অতিরিক্ত রপ্তানি হলে এ রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা সহায়তা প্রদান ।
- ✓ যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কেপটিভ জেনারেটর কিংবা ডিজেলচালিত জেনারেটর নেই চলতি অর্থবছরের তাদের পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান যা ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে;
- ✓ অধিকন্তু ইহাও স্বীকৃত হয় যে, উপর্যুক্ত সুবিধাসমূহ শুধু এ সকল প্রতিষ্ঠানই পাবেন যারা কোন ব্যাংক ঋণ পুনঃতফশীলিকরণের সুযোগ গ্রহণ করেননি;
- ✓ ইহা নিশ্চিত করতে হবে যে এ ধরণের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যে কোন বৃহৎ বস্ত্র শিপ প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন নয়।
- ✓ আরো স্বীকৃত হয় যে প্রকৃত তথ্য পাওয়া গেলেই ইহার আর্থিক সংশ্লেষ হিসাব করে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৭) বিভিন্ন ব্যাংকের প্রচলিত সার্ভিস চার্জ ও ফি-এর ক্ষেত্রে বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল চার্জ ও ফিসমূহের হারের যৌক্তিকিকরণের জন্য ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের সাথে আলোচনাক্রমে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারী করেছে (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, ১৭ নভেম্বর, ২০০৯)।

৮) Export Development Fund হতে একক ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে উন্নীত করে ৩ টি ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুদের হার libor+২.৫% নির্ধারণ করা হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৯) Export Development Fund সম্পর্কে বিটিএমএ উত্থাপিত জটিলতা নিরসনার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিটিএমএ-এর মধ্যে ১৯ নভেম্বর, ২০০৯ -এর সভার আলোচনাসুত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক শীঘ্রই এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারী করবেন। সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ‘বস্ত্র খাতে পরোক্ষ রপ্তানির জন্য বিটিএমএ সদস্য মিলগুলো সুতার উৎপাদন উপকরণ (তুলা, অন্য তন্তু) আমদানি করে থাকে; প্রতি রপ্তানির বিপরীতে পৃথক পৃথক আমদানির পরিবর্তে প্রত্যাশিত রপ্তানি আদেশের ভিত্তিতে এককালীন bulk চালানে এসব আমদানি সম্পাদিত হয়। বস্ত্রখাতে পূর্ববর্তী অনধিক এক বছরের পরোক্ষ সুতা রপ্তানির মূল্যমান বা দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (যেটি কম হয়) মূল্যমানের সুতা/অন্য তন্তু এককালীন আমদানির জন্য বিটিএমএ সদস্য মিলগুলো LIBOR +২.৫% সুদ হারে স্ব স্ব অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে EDF ঋণ উত্তোলন করতে পারবেন‘।

১০) বস্ত্রখাতের (ওভেন, নীটওয়্যার, সুতা) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ত্ত বহির্ভূত প্রভাবের কারণে রপ্তানি সংক্রান্ত ক্ষতি কমানোর জন্য প্রস্তাবিত contributory fund গঠন করা সরকারের সর্বোচ্চ সদিচ্ছার প্রকাশ এবং সরকার প্রয়োজনে প্রাথমিকভাবে seed money হিসেবে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সরকার আশা করেন যে, বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ তাঁদের সহযোগিতা হিসাবে এ তহবিলে জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত রপ্তানি মূল্যের (এফওবি) ০.১% এবং জুলাই ২০১০ হতে ০.২% হারে চাঁদা প্রদান করবেন। তাই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা/ গাইড লাইন প্রণয়ন ও তহবিল পরিচালনার নিমিত্তে অর্থবিভাগের সচিব/অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর/ নির্বাহি পরিচালক, ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান, বিজিএমইএর সভাপতি, বিকেএমইএর সভাপতি এবং বিটিএমএর সভাপতি কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করে অতি সত্বর সুপারিশ চূড়ান্ত করা হবে। অর্থবিভাগ এ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১১) National Institute of Textile Training, Research And Design (NITTRAD) প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার ও বিটিএমএ-এর মধ্যে স্বীকৃত সহায়তা ব্যবস্থা (নিট্রেড পরিচালনার প্রথম অর্থাৎ ২০০৮-০৯ অর্থবছর ও দ্বিতীয় অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেটের ১০০ শতাংশ ও ৬০ শতাংশ সরকার কর্তৃক অনুদান হিসাবে অর্থায়িত হবে। সরকার কর্তক পরিচালিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিটিএমএর নিকট রাখা হলে তৃতীয় ও তৎপরবর্তী সময়ের ব্যয় নির্বাহে সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকবেনা।) অনুসারে প্রদত্ত অর্থ অতিসত্বর ছাড় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান সহায়তা চুক্তিটি পরিবর্তন করে নিম্নরূপ করা হয়েছেঃ

(১) ১ম বৎসর সরকার ১০০ শতাংশ ব্যয় বহন করবেন;
(২) ২য় বৎসর সরকার ৬০ শতাংশ ব্যয় বহন করবেন;
(৩) পরবর্তী ৩ বৎসর সরকার ৫০ শতাংশ ব্যয় বহন করবেন; এবং
(৪) এর পর হতে বিটিএমএ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব বহন করবে।

১২) জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত। রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করার নিমিত্তে সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৩) Crust Leather শিল্পে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৪) হিমায়িত খাদ্য খাতে বর্তমানে চালু এবং রপ্তানি কাজে নিয়োজিত প্রকল্পসমূহে ব্যাংক প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণ সীমার ৩০ শতাংশ পৃথক করে এক বৎসরের Moratorium সহ পরবর্তী ৫ বৎসরে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধ্য মেয়াদী ঋণ হিসেবে স্থানান্তরের পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

অতি জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
www.mof.gov.bd
সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, সামষ্টিক অর্থনীতি-৩ শাখা

নং-অম/অবি/সাঅ/উপ-৩/প্রপ্যাবা-৮/২০১০/৮৫৪ তারিখ ঃ ০৩/০৫/২০১০

বিষয়: দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাভূক্ত সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

গত ০৭.০৪.২০১০ তারিখে BGMEA ও BKMEA এর নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাভূক্ত নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার প্রতিষ্ঠাসহ কতিপয় বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়নজনিত সমস্যা নিরসনে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তসমূহ **অতিদ্রুত বাস্তবায়নের জন্য** নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো ঃ

(১) দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের ১ নং ক্রমিকে ‘বস্ত্র খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাপটিভ জেনারেটরের ১ নভেম্বর,২০০৯ হতে ৩০ জুন,২০১০ পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন ফি সংক্রান্ত বিলসমূহ চলতি অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে প্রদান করা হবে’ মর্মে উল্লেখ ছিল। এক্ষেত্রে দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) বরাবরে প্রয়োজনীয় অর্থ (আনুমানিক ২.৬ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করবে এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) অর্থ ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে;

(২) দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের ৪ নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে ‘নতুন বাজার’ বলতে ইউএসএ, কানাডা ও ইইউ ব্যতিত অন্য যে কোন বাজারে যে কোন পণ্য এবং যে কোন বাজারে বিটিএমএ মিল উৎপাদিত প্রত্যক্ষ সুতা রপ্তানি ‘নতুন পণ্য’ হিসাবে সংজ্ঞায়িত হবে;

(৩) বস্ত্রখাতে পুনঃতফশীলিকৃত ঋণের সুদের হার ১০ শতাংশ নির্ধারণের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক বিবেচনা করতে পারে;

(৪) দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের ৬ নং ক্রমিকের ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্রশিল্পের (২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি করেছে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত) জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে গত অর্থবছরের প্রকৃত রপ্তানির সমান বা অতিরিক্ত রপ্তানি হলে এ রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা সহায়তা প্রদান’ এর **স্থলে**

‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্রশিল্পের (২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি করেছে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত) জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা হবে’ **প্রতিস্থাপিত হবে;**

একই ক্রমিকের ‘যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাপটিভ জেনারেটর কিংবা ডিজেলচালিত জেনারেটর নেই চলতি অর্থবছরে তাদের পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান করা হবে যা ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে’ এর **স্থলে**

‘যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাপটিভ জেনারেটর নেই চলতি অর্থবছরে তাদের পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান করা হবে যা ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে’ **প্রতিস্থাপিত হবে;**

একই ক্রমিকের ‘উপর্যুক্ত সুবিধাসমূহ শুধু এ সকল প্রতিষ্ঠানই পাবেন যারা কোন ব্যাংক ঋণ পুনঃতফশীলিকরণের সুযোগ গ্রহণ করেননি’ এর **স্থলে**
‘যারা ব্যাংক ঋণ পুনঃতফশীলিকরণের সুযোগ গ্রহণ করেছে তারাও উপর্যুক্ত সুবিধাসমূহ পাবেন’ **প্রতিস্থাপিত হবে**।

(খোন্দকার এহতেশামুল কবীর)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৬ ৬৮০৪
ই-মেইল: ehteshamk@finance.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) অবগতি ও কার্যার্থে:

১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, ঢাকা।
৩। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৬। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। যুগ্ম সচিব, বাজেট অনুবিভাগ-১, ২, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।